মৃত্যুর দূত

17-March-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণ ভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাক** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ১০০টি ইচ্ছা পূরণ করবে, তার মধ্যে ৩০টি দুনিয়ার এবং ৭০টি পরকালের।

(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, ১ম অংশ হাদীস ২২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ শবে বরাত, মুক্তি পাওয়ার রাত, কল্যাণময় রাত, রহমতময় রাত, দোয়া কবুল হওয়ার রাত, ক্ষমার রাত, রিযিক বন্টনের রাত, হাজ্বীদের নাম লিপিবদ্ধের রাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার রাত, সৌভাগ্য বা দূভাগ্য লিখার রাত। আজ ঐ রাত আগামী শবে বরাত পর্যন্ত মৃত্যু বরণকারীদের নাম মালাকুল মউত হযরত সায়্যিদুনা আযরাইল عَلَيْهِ السَّلَام নিকট সৌপর্দ করা হয়। হায়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবন মৃত্যুর আমানত, যেটা ধীরে ধীরে এবং কখনো হঠাৎ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত কিন্তু এর জ্ঞান আমাদের নেই যে, কখন আমরা মৃত্যুবরণ করবো। কিন্তু যখন চুল ও দাঁড়ি সমূহে শুভ্রতা প্রকাশিত হবে (অর্থাৎ চুল দাঁড়ি সাদা হয়ে যাবে), আর বয়সও বেশি হয়ে যাবে তখন জেনে নেওয়া উচিত যে, এখন পরীক্ষা

মাথার উপর। কেননা, যৌবন অতিবাহিত হওয়ার পর বৃদ্ধকালে মৃত্যুর অবতরণের দূত বার্তা নিয়ে আসতে পারে। আসুন! মৃত্যুর ঐ দূত সমূহ সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি এবং এর থেকে উপদেশের মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করি। যেমনিভাবে-

মৃত্যুর তিনটি দূত

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত আজরাঈল মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো। একবার যখন হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আসলো, তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি সাক্ষাতের জন্য এসেছেন নাকি আমার রূহ কবজ করার জন্য? বললেন: সাক্ষাতের জন্য। বললেন: আমার প্রাণ বের করার পূর্বে আমার কাছে আমার মৃত্যুর দূত পাঠাবেন। মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি আমার পক্ষ থেকে দুই বা তিনটি দূত পাঠাবো। অতঃপর যখন রূহ কবজ করার জন্য মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আসলেন, তখন তিনি (ইয়াকুব) عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনি আমার ওফাতের পূর্বে দূত পাঠানোর কথা ছিলো তার কি হলো? হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কালো চুলের পর সাদা চুল, শারীরিক শক্তির পর দূর্বলতা আর সোজা কোমরের পর কোমর ঝুকে যাওয়া। হে ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام মৃত্যুর পূর্বে মানুষের নিকট আমার পক্ষ থেকে দূতই তো বটে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২১ পৃষ্ঠা)

রোগও মৃত্যুর দূত স্বরূপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি শুনে জানতে পারলাম, রূহ কবজ করার পূর্বে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তার দূত পাঠিয়ে থাকেন।

যাতে বান্দা সতর্ক হয়ে যায় এবং নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম সমূহ পালনের মধ্যে লেগে যায় এবং নিজের আখিরাতের প্রস্তুতির মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়। স্মরণ রাখবেন! মৃত্যুর ঐ তিন দূত ছাড়াও বিভিন্ন রোগ, কান ও চোখের পরিবর্তন (অর্থাৎ প্রথমে দৃষ্টি ভালো ছিলো তারপর দূর্বল হয়ে যায়, এইভাবে শুনার শক্তি কম বা শেষ হয়ে যাওয়াও) মৃত্যুর দূত স্বরূপ। আমাদের মধ্যে অনেক লোক এমন থাকবে যাদের কাছে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এই দূত মৃত্যুর বার্তা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের অলসতার ধরণ এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কারো কালো চুলের পর চুল সাদা হয়ে থাকে, তখন সে তার মনকে শান্তনা দিয়ে বলে যে, এটাতো সর্দি কাঁশির জন্য চুল সাদা হয়ে গেছে বা চিন্তা অথবা পেরেশানী আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে, নতুবা এখনো আমার বয়সইবা কতো? এইভাবে রোগ ও মৃত্যুর প্রকাশ্য দূত স্বরূপ, কিন্তু এর মধ্যেও একেবারে অলসতা বেড়েই চলছে। অথচ আমরা দেখে থাকি যে, রোগের কারণে প্রতিদিন অসংখ্য লোক মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে, বরং রোগীকে তো খুব বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখা উচিত। কে জানে, যে রোগটি আমরা সামান্য মনে করছি সেটাই যদি ধ্বংসকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং মূহুর্তের মধ্যে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করিয়ে দেয়। তারপর নিজের আপনজনেরা আহাজারী করবে, শত্রুরা আনন্দ উদযাপন করবে এবং মৃত্যু বরণকারী মৃত্যু থেকে অলস রোগী মন পরিমাণ মাটির নিচে অন্ধকার কবরের মধ্যে চলে যায়। আহ! ঐ সময় মৃত্যু বরণকারী হবে এবং তার সাথে ভালো বা খারাপ আমল থাকবে। নিঃসন্দেহে আমাদের জানা নেই যে, আজকের দিন আমাদের জীবণের শেষ দিন বা আগামী রাত আমাদের জীবণের শেষ রাত হতে

পারে বরং আমাদের কাছে এটার কোন নিশ্চিয়তা নেই। একটার পর দ্বিতীয় শ্বাস নিতে পারবো কি না, হতে পারে যে শ্বাস আমরা নিচ্ছি, সেটা শেষ নিশ্বাস, দ্বিতীয় শ্বাস নেওয়ার সুযোগ নাও আসতে পারে। আজ-কাল আমরা এই সংবাদ শুনে থাকি যে, অমুক ব্যক্তি একেবারে সুস্থ ছিলো। তার কোন রোগ ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেইল হয়ে যাওয়ার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর তরী অতিক্রম করলো। এইজন্য অহেতুক অযথা বাসনা ও দীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা না করে সব সময় নিজের মৃত্যুর কথা স্মারণ রাখা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যু চেপে বসলো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ কারশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন এক শহরে এক বড় বিত্তশালী যুবক বসবাস করতো। তার কাছে সব ধরণের দুনিয়াবী নিয়ামত পরিপূর্ণ ছিলো, তার কাছে এক সুন্দর দাসী ছিলো, যাকে সে খুব ভালবাসতো। খুব আরাম আয়েশে তার দিন রাত অতিবাহিত হচ্ছিলো, তার দুনিয়াবী সব নিয়ামত বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু সে সন্তানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলো। তার অনেক বড় আশা ছিলো যে, তার সন্তান হোক। অনেক বছর পর্যন্ত তার এই আশা পূর্ণ হচ্ছিলো না। অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে ঐ দাসী আশার আলো দেখলো। এখন তো ঐ বিত্তশালী যুবকের খুশীর সীমা রইলনা, সে খুশিতে ফেঠে পড়লো। অপেক্ষার ঘড়ি তার জন্য অনেক বড় ধৈর্য পরীক্ষা ছিলো। অবশেষে ঐ সময়ই নিকটবর্তী হলো যার জন্য সে কঠোর ভাবে অপেক্ষমান ছিলো, কিন্তু হয়ে থাকে তাই যা **আল্লাহ পাক** চান। হঠাৎ ঐ

বিত্তশালী যুবক রোগাক্রান্ত হয়ে গেলো এবং কিছু দিন পর সন্তানের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। যেই রাতে ঐ যুবকের ইন্তেকাল হলো, ঐ রাতেই তার একটা সুন্দর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো। কিন্তু পিতা তার পুত্রকে দেখতে পারেনি। **(উয়ুনূল হিকায়াত, ১/ ১৯৬ পৃষ্ঠা)**

মৃত্যুর এক দূত "অসুস্থতা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনি তো আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু থেকে উদাসীন না থাকা উচিত এবং সব সময় মৃত্যুর প্রস্তুতি রাখা উচিত। কিন্তু বিশেষ করে রোগীরা মৃত্যু থেকে উদাসীন থাকা আশ্চর্য্যজনক। যেমন- বর্ণনা কৃত ঘটনায় আমরা শুনলাম যে, ঐ ব্যক্তি বিছানায় অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াবী কাজ কারবারে ব্যস্ত ছিলো এবং মৃত্যু তাকে চেপে বসলো এবং তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেলো।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রোগীর উচিত, মৃত্যুকে অধিক হারে স্মরণ করা। তাওবা করে করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া, সর্বদা **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা এবং গুণগান বর্ণনা করে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা। বিনয় প্রকাশ করে **আল্লাহ পাকের** নিকট সাহায্য চাওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসাও করা। শক্তি এবং সামর্থ্য নসীব হওয়ার উপর **আল্লাহ পাকের** শুকরিয়া আদায় করা, অভিযোগ না করা। যারা সেবা করে তাদের যেন ইজ্জত ও সম্মান করা।

(রাসায়েলে ইমাম গাযালী, আল আদব ফিদদ্বান, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, অসুস্থ অবস্থায় আমাদেরও মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় এবং অভিযোগ ও আপত্তি না করে

রোগকে রহমত ও গুনাহের কাফ্ফারা মনে করা উচিত। কেননা, কতিপয় সাধারণ অসুস্থতা অনেক কষ্টদানকারী রোগ সমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হয়। হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্দি রোগ নয় বরং ব্রেইনের রোগ সমূহের চিকিৎসা স্বরূপ এর মাধ্যমে অনেক রোগ দূরীভূত হয়ে যায়। যাদের সর্দি হয় তাদের পাগলামীর রোগ হয় না। যাদের এলার্জি হয় তাদের কুষ্ট রোগ হয় না। সর্দি এবং এলার্জির মধ্যে **আল্লাহ পাকের** অনেক হিকমত সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)**

ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালাল উদ্দীন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রোগ দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে কষ্ট পৌঁছে কিন্তু মূলত এটা অনেক বড় নিয়ামত যার দ্বারা মু'মিনের স্থায়ী শান্তি এবং আরামের বড় খনি হাতে চলে আসে। এই প্রকাশ্য রোগ মূলত রূহানী রোগের অনেক বড় চিকিৎসা, কিন্তু শর্ত হলো ব্যক্তি মু'মিন হতে হবে এবং মারাত্মক অসুস্থতার মধ্যে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। যদি ধৈর্যধারণ না করে বরং ধৈর্য হীনতা ও পেরেশানী প্রকাশ করে তাহলে রোগ দ্বারা কোন আভ্যন্তরীণ উপকার লাভ হবে না অর্থাৎ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। অনেক অজ্ঞরা রোগের সময় অত্যন্ত খারাপ খারাপ কথা বলে থাকে এবং অনেকে **আল্লাহ পাকের** দিকে অত্যাচারের সম্পর্ক করে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তাদের অত্যন্ত দূর্ভাগ্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ। **আল্লাহ পাকের** পানাহ।

(আনওয়ারুল হাদীস, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! রোগের ফযীলত ঐ অবস্থায় অর্জিত হবে যখন আমরা নিজের মুখে অভিযোগ, আপত্তি করার স্থলে ধৈর্য এবং শুকরিয়া প্রকাশ করবো। হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে

বর্ণিত; যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয় তখন **আল্লাহ পাক** তার নিকট দুইজন ফেরেস্তা পাঠান এবং তাদেরকে বলেন: দেখো সে সেবাকারীদেরকে কি বলে? যদি ঐ রোগী তার সেবা দানকারীদের উপস্থিতিতে **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে (অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করে) তখন ঐ ফেরেস্তারা ঐ কথা **আল্লাহ পাকের** দরবারে পেশ করে। অথচ **আল্লাহ পাক** অধিক জানেন। **আল্লাহ পাক** বলেন: আমার বান্দার আমার উপর হক রয়েছে যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো এবং যদি তাকে আরোগ্য দিই তাহলে তার মাংসকে উত্তম মাংস দ্বারা পরিবর্তন করে দিবো এবং তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবো। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৯৮)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রত্যেক রোগ এবং পেরেশানী অবস্থায় ধৈর্যধারণ করার এবং নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে এর জন্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুতি নেয়ার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নামের দরজায় নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের প্রস্তুতি না নেয়া এবং গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকা ধ্বংসের কারণ এবং **আল্লাহ পাক** ও **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ। মৃত্যুর পর তাওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং আমাদের গুনাহের ফলাফল শাস্তির আকৃতিতে আমাদের সামনে আসবে। সেই সময় আফসোস করা এবং মাথা ফাটানো ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকবে না। তাই এখনই সময়কে গণীমত মনে করে গুনাহ থেকে তাওবা করে সঠিক ভাবে তাওবা করে নামায,

রমযান মাসের রোযা সমূহ এবং সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিন। এখন আমাদের মধ্যে অনেকে যুবক। আর যৌবন **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত এবং সেই নিয়ামতকে মূল্যায়ন করে সেটা ইবাদত এবং রিয়াজতে অতিবাহিত করুন। বৃদ্ধ অবস্থায় সাহস চলে যাবে এবং অঙ্গ সমূহ দূর্বল হয়ে যাবে। সেই সময় ইবাদত করা অনেক কষ্টকর হবে।

মৃত্যুর একটি দূত হলো "বার্ধক্য"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ভাবে রোগ মৃত্যুর একটি বার্তা বাহক অনুরূপ ভাবে বার্ধক্য ও মৃত্যুর পূর্বে এটার দূত হওয়ার মতো ভূমিকা রাখে। এভাবে মানুষ কোন সময় মৃত্যু থেকে উদাসীন থাকা যেন শত্রুর বৃত্তের মধ্যে শুয়ে থাকার মতো কিন্তু বার্ধক্য কালে মৃত্যু থেকে উদাসীন থাকা যেন এই রকম যে শত্রু পর পর হামলা করছে, আর আমরা রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করছিনা। বার্ধক্য বয়সের সেই শেষ সময় যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কোন গন্তব্য নেই। আর এই বয়স মানুষকে উদাসীনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করে এবং নেকীর দিকে উৎসাহিত করে কিন্তু এখন ঐ বয়সেও মানুষ উদাসীনতার মধ্যে সময় কাটায় তখন এই সমস্ত মানুষের কি অবস্থা হবে? যেমনিভাবে- **আল্লাহ পাক** ২২ পারার সূরা ফাতির এর ৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং তারা তাতে আর্তনাদ করে বলতে থাকবে; হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বের করো যেন আমরা সৎ কাজ করি, সেটার বিপরীত যা আমরা পূর্বে করতাম। আমি কি তোমাদেরকে ঐ দীর্ঘ জীবন দান করিনি যাতে অনুধাবন করতো যার অনুধাবন ক্ষমতা আছে এবং সর্তককারী তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছিলেন। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করো যেহেতু , জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাব সমূহের; একটি বর্ণনা মতে "আন্ নজীর" শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; বার্ধক্য। আল্লামা বগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন একটি চুল সাদা হয়ে যায় তখন অন্য চুলকে বলে; তুমিও প্রস্তুত হয়ে যাও যে, মৃত্যুর সময় নিকটে চলে এসেছে।

(তাফসীরে বগভী, ৩য় খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা। দুররে মনসূর, ৭ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

জানা গেলো, বার্ধক্যও মৃত্যুর বার্তা বাহকের অন্তর্ভূক্ত। এটা এমন বয়স যে, এই বয়সে মানুষ নফসের কামনা বাসনা ত্যাগ করে, দুনিয়ার ভালবাসা পিছনে ফেলে **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং জীবনের বাকী সময় মৃত্যুর স্মরণ এবং পরকালের প্রস্তুতির জন্য কাটিয়ে দেয়া উচিত। আমাদের বুযুর্গগণ এইবাবে তাদের জীবন পরকালের চিন্তায় এবং **আল্লাহ পাকের** হুকুম বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেন। যখন তাঁরা তাঁদের দাঁড়ি বা চুলে কোন সাদা চুল দেখতেন তখন একাকীত্ব অবলম্বন করতেন এবং সব সময় **আল্লাহ পাকের** ইবাদত ও রিয়াজতের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। যেমন-

একাকীত্ব অবলম্বনকারী বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা আয়াস বিন কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর গোত্রের সরদার ছিলেন। একদিন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর দাঁড়ির মধ্যে একটি সাদা দাঁড়ি দেখলেন, তখন দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্!** আমি হঠাৎ ঘটমান ঘটনাবলী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার জানা আছে যে, মৃত্যু আমার উপর রয়েছে, আমি তার থেকে রক্ষা পাবনা। অতঃপর তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের নিকট গেলেন এবং বলতে লাগলেন: হে বনু সাদ! আমি আমার যৌবন তোমাদের জন্য কাটিয়ে দিয়ে ছিলাম এখন তোমরা আমার বার্ধক্যটা আমাকে দান করো। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে চলে গেলেন এবং ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন অবশেষে তাঁর ওফাত হয়ে গেলো। **(বাহরুদ দুমু, ১১২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বৃদ্ধ লোক মৃত্যুর অনেক নিকটবর্তী হয়ে থাকে কিন্তু এটা সত্ত্বেও কিছু লোক ঐ বয়সেও গুনাহের কাজে মগ্ন থাকে এবং গালি গালাজ, সিনেমা-নাটক, মিথ্যা, গীবত, এবং চুগলখোরী থেকে সরে আসে না। এমনকি সম্পদ অর্জন করার জন্য মন মানসিকতা তাদের উপর ভর করে। যেমন- হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষ বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার ২টি বিষয় যুবক থেকে যায়; (১) লোভ এবং (২) দীর্ঘ আশা।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৪৭)

অনুরূপ ভাবে **শাহানশাহে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বৃদ্ধ মানুষের অন্তর ২টি বিষয়ের মুহাব্বতে যৌবন থাকে; (১) জীবনের এবং (২) সম্পদের মুহাব্বত।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন! মানুষ চায় বার্ধক্যের দরজায় পৌঁছাক না কেন, কিন্তু সম্পদের প্রতি ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা ঐ বয়সেও তার পিছু ছাড়ে না। আর এই ভাবে তার ইবাদতে এবং রিয়াজতে স্বাদ লাভ হয় না। নিজের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা মিটিয়ে দেয়ার জন্য এবং অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ বাড়ানোর জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "আছোঁ কা দরিয়া" থেকে তিনটি নসীহত পূর্ণ কবিতার অর্থ শুনুন এবং তাওবা করার পর নিজ বাকী জীবন **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার নিয়্যত করে নিন।

(১) হে বৃদ্ধ লোক! বার্ধক্য আসার পরও তুমি অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছো? এখন (এই বয়সে) তোমার পক্ষ থেকে অজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়া ভালো নয়।

(২) তোমার ফয়সালা তোমার মাথার সাদা চুল করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও তুমি দুনিয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছো এবং অস্থায়ী দুনিয়া তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে।

(৩) অস্থায়ী দুনিয়া এবং এর উপর আফসোস করা ছেড়ে দাও যে, একদিন তোমাকেও মরতে হবে এবং এই রকম দৃঢ় সংকল্প করার সাথে সামনে অগ্রসর হও যার মধ্যে অনর্থক কোন কিছু প্রবেশ করতে না পারে।

পরকালের তুলনায় দুনিয়ার বাস্তবতা

হযরত মুস্তাউরিদ বিন শাদ্দাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাকের** শপথ! পরকালের তুলনায় দুনিয়া এরকম যে, যেমন কেউ আঙ্গুল

সমূদ্রের মধ্যে ডুবালো তখন দেখলো যে, তার আঙ্গুলে কি পরিমাণ পানি আসলো।" (সহীহ মুসলিম, ১৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৫৮, দারে ইবনে হাজম, বৈরুত)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই (উদাহরণ) শুধু মাত্র বুঝানোর জন্য, অন্যথায় ধ্বংসশীল এবং নিঃশেষ হয়ে যাওয়া (সর্বদা বিদ্যমান এবং স্থায়ী পরকালের) এর সাথে এতটুকুও সম্পর্ক হবে না যে, শুকনো আঙ্গুল সমূদ্রে বিজালে যা পানি আসে। মনে রাখবেন! দুনিয়া হলো তা, যা **আল্লাহ পাক** থেকে উদাসীন করে দেয়। বিবেকবান এবং আরিফদের জন্য দুনিয়া হলো আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ। তাদের দুনিয়া অনেক মহান। উদাসীনদের নামায ও দুনিয়া, যা সুনাম অর্জন করার জন্য আদায় করে থাকে। বিবেকবানদের খাওয়া, পান করা, শোয়া, জাগ্রত হওয়া বরং জীবিত থাকা ও মৃত্যু বারণ করাও দ্বীনী কাজ। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালন করা, এই জন্য মুসলমানের খাওয়া, পান করা, শোয়া, জাগ্রত হওয়া সব কিছু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। দুনিয়ার জীবন অন্য বিষয়, দুনিয়ার মধ্যে বাঁচা এবং দুনিয়ার জন্য বাঁচা অন্য বিষয় অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন দুনিয়ার মধ্যে হবে কিন্তু আখিরাতের জন্য হবে দুনিয়ার জন্য হবে না, সেটা হলো বরকতময়। (মিরআতুল মানাযীহ, ৭ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তুমি হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হবেঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর পূর্বে তার দূত এসে থাকে কিন্তু তার অপেক্ষায় কখনো থাকা উচিত নয় যে, যখন মৃত্যুর দূত চলে আসবে তখন তার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করবো। অনেক সময় মৃত্যুর দূত আসে

না এবং মানুষ হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়। তাই এর পূর্বে যে হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদ এসে যাবে আর আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ক্রন্দন রত অবস্থায় ছেড়ে দুনিয়ার ধ্বংসশীল সৌন্দর্য্য, স্বাদ ও জিনিস পত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে কবরের ভয়ানক এবং অন্ধকার গর্তে হাজার হাজার লাশের মাঝখানে একাকী শুয়ে যাবো। এখনই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দাও এবং যৌবনের নেশায় মত্ত হওয়ার কারণে উদাসীনতার যে পর্দা আমাদের আকলের উপর এসে পড়েছে তা ছেড়ার জন্য আসুন! যুবকদের হঠাৎ মৃত্যুর কিছু ঘটনা শুনি:

বন্যায় ডুবে গেল

বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি বন্যা প্লাবিত জায়গায় নিজের ঘর তৈরি করেছিল, যখন তাকে বলা হল এই জায়গাটি খুবই বিপদ জনক, এখান থেকে চলে যাও, তখন সে বলল: আমার জানা আছে যে, এই জায়গা বিপদ জনক কিন্তু তার সৌন্দর্য ও সজীবতা আমাকে আশ্চার্য করে দিয়েছে। তাকে বলা হলো যে, সকল সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা জীবনের সাথে নিহিত, সুতরাং নিজের জীবনের হিফাযত করো, নিজে নিজেকে বিপদে ফেলো না, সে বলল" আমি এই জায়গা কখনো ছাড়বো না, অতঃপর এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বন্যা ভেসে নিয়ে গেলো আর সে ডুবে মারা গেল। (উয়ুনুল হিকায়াত ৪৪৬)

বিয়ের আশা মাটিতে মিশে গেলো:

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক যুবকের আকস্মিক শিক্ষণীয় ঘটনা করেন যে, বাংলাদেশের এক যুবক দাঁড়ি রেখে ছিলো। যখন তার বিয়ের সময় নিকটবর্তী হলো তখন

মাতাপিতা দাঁড়ি মুণ্ডাতে বাধ্য করলো। না চাওয়া সত্ত্বেও নাপিতের কাছে গিয়ে দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে ঘরের দিকে আসার সময় সড়ক পার হচ্ছিলো যে, কোন দ্রুতগামী গাড়ী তাকে পিষ্ট করে চলে যায়। সে মৃত্যুবরণ করলো এবং তার বিয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলায় মিশে গেলো। মা-বাবা বাঁচাতে পারলো না। না বিয়ে হলো, না দাঁড়ি রইলো। (নেকীর দাওয়াত, ৫৫৬ পৃষ্ঠা উর্দু)

বিয়ের ঘর বিরান হয়ে গেলো

এক ব্যক্তি যার ঘর কবরস্থানের পার্শ্বে ছিলো, সে তার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে রাতে গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। লোকেরা নাচ-গান, খেল তামাশায় মগ্ন ছিলো। হঠাৎ করে কবরস্থানের মাঝখান থেকে আরবী দুটি কবিতার আওয়াজ গর্জে উঠলো; "হে নাচ-গানের অস্থায়ী রং এবং স্বাদ ভোগকারী লোকেরা! মৃত্যু সমস্ত খেল-তামাশা শেষ করে দেয়। অনেক লোক আমরা এই রকম দেখেছি যে, যারা খুশি এবং বিভিন্ন স্বাদের মধ্যে মগ্ন ছিলো মৃত্যু তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারবর্গ থেকে আলাদা করে দিয়ে ছিলো।" বর্ণনাকারী বলেন: **আল্লাহ্**র শপথ! কিছু দিন পর ঐ দুলা ইন্তেকাল করলো।

(ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল ইতিবার ওয়া ইক্বিস সুরুর ওয়াল আহজান, ৬/ ৩১ পৃষ্ঠা, নং- ৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হাস্যোজ্জল ঘরের মধ্যে মৃত্যুর অন্ধকার আসলো এবং ঠাট্টা, বিদ্রুপকারী, ধুমধাম আওয়াজ, সংগীতের সূর, হাসি-তামাশার পরিবেশে এবং জোরালো আশা সমূহ এবং খুশির সমস্ত শান্তির আসবাবপত্র উড়িয়ে নিয়ে গেলো। দুলা মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে গেলো এবং খুশিতে ভরা ঘর দেখতে দেখতে শোকের ঘরে পরিণত

হলো। এই ঘটনা শুনে বিবাহের মধ্যে অনর্থক অনুষ্ঠান আয়োজনকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারী এবং তাতে গান-বাজনা পরিবেশেনকারী আর হেসে হেসে খুশির স্লোগান বড়কারীদের চোখ সমূহ খুলে যাওয়া উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোথায় সেই সুন্দর চেহারা!

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যুবকদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং এর বেওয়াফায়ী এবং কবরের অন্ধকারের অনুভূতি দিয়ে উদাসীনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করা এবং কবর ও হাশরের প্রস্তুতির মনমানসিকতা তৈরীর জন্য খুৎবা প্রদান কালে বলেন: কোথায় ঐ সুন্দর চেহারা সম্পন্ন লোকেরা? কোথায় নিজেদের যৌবন নিয়ে গর্বকারীরা? কোথায় গেলো ঐ সমস্ত বাদশাহ যারা আলীশান দালান নির্মাণ করে ছিলো? এবং ঐগুলোকে মজবুত বেষ্টনী দ্বারা শক্তিশালী করে ছিলো? কোথায় চলে গেলো যুদ্ধের মধ্যে বিজয় লাভ কারীগণ? নিশ্চয়ই যুগ ও সময় তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছে এবং এখন তারা কবরের অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি করো! নেকী সমূহের মধ্যে অগ্রগামী হও এবং মুক্তি তালাশ করো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিজ্ জুহুদি ওয়া কসরিল আমাল, ৭/৩৬৪, হাদীস নং- ১০৫৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিবেকবান তারাই, যারা মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য নেকীর ভান্ডার একত্রিত করে এবং সুন্নাতের মাদানী প্রদীপ কবরের মধ্যে সাথে নিয়ে যায়। আর এই ভাবে কবরকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্যথায় কবর কখনো এই খেয়াল করবে না যে, আমার মধ্যে কে আসলো! ধনী হউক বা ফকীর, মন্ত্রী বা তার ওযীর, বিচারক বা বিচার প্রার্থী, অফিসার বা তার অধীনস্থ কর্মচারী, মালিক বা

তার চাকর, ডাক্তার বা রোগী, ঠিকাদার বা শ্রমিক, যদি কারও পরকালের উপকরণ, থাকে যেমন- ইচ্ছা করে নামায কাযা করে ছিলো, রমযানের রোযা শরীয়াত অনুমোদিত কারণ ব্যতীত রাখেনি, যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও দেয়নি, হজ্ব ফরয ছিলো কিন্তু আদায় করেনি, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শরয়ী পর্দা করেনি, মা-বাবার নাফরমানি করে ছিলো, মিথ্যা বলে ছিলো, গীবত করে ছিলো, পরনিন্দার অভ্যাস ছিলো, সিনেমা-নাটক দেখাতে অভ্যস্থ ছিলো, গান-বাজনা শুনাতে অভ্যস্থ ছিলো, দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে ছিলো অথবা এক মুষ্টির চেয়ে কম রেখে ছিলো। মোট কথা হলো; গুনাহের বাজার খুব গরম রেখে ছিলো, তবে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্ট অবস্থায় তার হতাশা এবং লজ্জিত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মৃত্যুর দিন অবধারিত! আমরা দুনিয়ার যেই কোণায় চলে যাই না কেন, মজবুত থেকে মজবুত দালানে গিয়ে পৌঁছিনা কেন অথবা আলীশান মহলে বন্দী থাকিনা কেন, কিন্তু মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই এসে যাবে। যেমনিভাবে পঞ্চম পারা সূরা নিসার ৭৮ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَیْنَ مَا تَكُوْنُوْا یُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِیْ بُرُوْجٍ مُّشَیَّدَةٍؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পেয়ে বসবে যদিও সুদৃঢ় দূর্গ সমূহে অবস্থান করো।

বর্ণিত আছে; একবার মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট এসে তার পাশে বসলেন এবং একজন ব্যক্তিকে

বারবার দেখতে লাগলেন, অতঃপর বাহিরে চলে গেলেন। ঐ ব্যক্তি হযরত সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করলেন: তিনি কে? তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তিনি মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন। ঐ ব্যক্তিটি আরয করলেন: আমি তার দিকে যখন তাকালাম তখন তিনি আমার দিকে এমনভাবে দেখছিলেন যেন আমাকেই নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: এখন তুমি কি চাও? সে আরয করলো: আপনি আমাকে তার থেকে রক্ষা করুন এবং বাতাসকে আদেশ দিন যেন আমাকে হিন্দুস্থানের কোন দূরবর্তী এলাকায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয়। আদেশ শুনা মাত্রই বাতাস তাকে সেই স্থানে পৌঁছে দিলো। যখন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام দ্বিতীয়বার আসলেন, তখন হযরত সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমার পাশে বসা লোকটিকে বারবার কেন দেখছিলে? মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমার এর প্রতি অবাক লাগলো যে, আমার কাছে আদেশ পৌঁছেছে যে, কিছুক্ষণ পর তার রূহ হিন্দুস্থানের কোন দূরবর্তী এলাকায় কবজ করা অথচ সে আপনার পাশে বসা ছিলো। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ঐ ব্যক্তি এ ধারণা করেছিলো যে, যদি মালাকুল মউত এর দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে কোথাও দূরে চলে যাওয়া যায় তবে মৃত্যু থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সফল হওয়া যাবে। কিন্তু আফসোস! যেই স্থানে তার মৃত্যু আগে থেকেই লিখা ছিলো, সেই নিজেই সেখানে পৌঁছে গেলো। মনে রাখবেন! মৃত্যু কাউকে ছাড় দিবে না। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। যেমনিভাবে- ১৭ পারার সূরা আম্বিয়া-র ৩৫নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ মানুষ হোক বা জ্বিন অথবা ফেরেস্তা **আল্লাহ পাক** ছাড়া প্রত্যেককেই মৃত্যুর শিকার হতে হবে এবং প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল। (নূরুল ইরফান, ১১৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনে করীমের সুস্পষ্ট শব্দ সমূহের দ্বারা এই ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, মৃত্যু সবার কাছে আসবে তা থেকে কেউ মুক্তি পাবে না তা সত্ত্বে ও আমরা এটার জন্য প্রস্তুতি না নেই তাহলে তা কতই আফসোসের বিষয়। যদি কোন ব্যক্তি রঙ্গিন এবং আনন্দ দায়ক কোন অনুষ্টানে অংশ গ্রহণ করে এবং তাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, এখনই কোন এক সৈন্য আসবে এবং তোমাকে সবার সামনে পাঁচটি বেত্রাঘাত করবে তাহলে নিশ্চয় তার ঐ অনুষ্ঠানটি স্বাদহীন এবং জীবন সৌন্দর্য্যহীন মনে হবে কিন্তু মৃত্যু যা সর্বদা আমাদের পিছনে চলে আসছে এবং যে কোন সময় সবচেয়ে বড় কঠিন অবস্থা সহকারে এসে পড়বে তার পরে ও আমরা উদাসীনতার নিদ্রায় শুয়ে আছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর কঠোরতা সমূহ!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মৃত্যুর কঠোরতা সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা ঐ কষ্টের নাম যা সরাসরি রূহের উপর অবতীর্ণ হয়, এবং সমস্ত অঙ্গ সমূহ কে বেষ্টন করে এমনকি রূহের ঐ অংশ কষ্ট অনুভব করে যা শরীরের ভিতরে রয়েছে। মৃত্যুর কষ্ট সরাসরি রূহের উপর আক্রমণ করে

অতঃপর এই কষ্ট সমূহ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রত্যেক রগ, পিঠ, অঙ্গ এবং জোড়া থেকে রূহকে বের করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক চুলের গোড়া এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার প্রত্যেক অংশ থেকে রূহ বের করা হয়। তাই সেই সময়ের কষ্ট এবং ব্যথা কে অনুমান করতে পারবে। বুযুর্গগণ এতটুকু পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর কষ্ট তরবারীর আঘাত এবং করাতের ছিড়া এবং কাঁচির কাটা থেকে ও অনেক কষ্ট দায়ক। কেননা, যখন তরবারির আঘাত শরীরের উপর পড়ে তখন শরীরের এই জন্য কষ্ট অনুভব হয় যে, তার সাথে রূহের সর্ম্পক রয়েছে। তাহলে সামান্য পরিমাণ চিন্তা করুন যে, সেই সময় কেমন কষ্ট লাগবে যখন তরবারি সরাসরি রূহের উপর পড়বে? যখন কাউকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়, তখন সাহায্য চাইতে পারে এবং চিৎকার করে ডাকতে পারে। কেননা, তার মুখে এবং শরীরের মধ্যে শক্তি রয়েছে পক্ষান্তরে মৃত্যুর পথের যাত্রীর আওয়াজ এবং চিৎকার করে ডাকার শক্তি কষ্টের কারণে শেষ হয়ে যায় কেননা মৃত্যুর কষ্ট সেই সময় বেড়ে অন্তরের উপর বিজয় লাভ করে এবং তারপর সম্পূর্ণ শরীরের শক্তি চিনিয়ে নিয়ে প্রত্যেক অঙ্গকে দূর্বল করে দেয়, এমনকি কোন অঙ্গে সাহায্য চাওয়ার শক্তি থাকে না। তাছাড়া চিন্তা করার এবং বুঝার শক্তির উপর বিজয় লাভ করে তাকে হয়রান এবং পেরেশান করে দেয় যখন মুখকে বোবা এবং অবশিষ্ট অঙ্গ সমূহকে নিষ্প্রাণ করে দেয়। যদি মৃত্যুর সময় কোন মানুষ ক্রন্দন করা, চিৎকার করা অথবা সাহায্য চাইতে চায় তখন তাও করতে পারবে না এবং যদি কিছু শক্তি ও বাকী থাকে তখন সেই সময় তার কণ্ঠ নালী এবং বুক থেকে গড়গড়া এবং গাভী ও ষাড়ের মত আওয়াজ শুনতে পাবে এবং রং মাটির রং এর মত হয়ে যাবে যেভাবে মাটি দ্বারা বানানো হয়ে ছিলো তাই মৃত্যুর সময়ে ও মাটির রং প্রকাশ পায়। প্রত্যেক রগ থেকে রূহ বের করা

হয়, যার কারণে কষ্টটা শরীরের ভিতর ও বাহিরের অঙ্গ গুলির মধ্যে ও ছড়িয়ে পড়ে। চোখের পাতা উপরে চড়ে যায় এবং ঠোঁট সমূহ শুকিয়ে যায়। মুখ সংকীর্ণ হয়ে যায়। এবং আঙ্গুল সমূহ নীল রঙ্গের হয়ে যায়। যেই শরীরের প্রত্যেকটি রগ থেকে রূহ বের হয়ে যাবে তার অবস্থা মৃত্যুর মতো। কেননা যদি শরীরের একটি রগ ও চড়ে যায় তখন অনেক কষ্ট হয়। সামান্য চিন্তা করো যে সম্পূর্ণ রূহ কে একটি রগ থেকে নয় বরং প্রতিটি রগ থেকে বের করা হয় তখন কি পরিমাণ কষ্ট লাগবে? এবং তার পর ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে মৃত্যু প্রভাব বিস্তার করে প্রথমে পা ঠান্ডা হয়ে যায় তারপর পায়ের গোড়ালী এবং তারপর রান সমূহ ঠান্ডা হয়ে যায়। এভাবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে কঠোরতার পর কঠোরতা এবং কষ্টের পর কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এমনকি রূহ কণ্ঠণালী পর্যন্ত টেনে আনা হয়। এটা সেই সময় হয়ে থাকে যখন মৃত ব্যক্তির আশা দুনিয়া এবং দুনিয়া বাসী থেকে শেষ হয়ে যখন তাওবার দরজা যায় কিছুক্ষণ আগে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর হতাশা এবং লজ্জা তাকে চর্তুদিক থেকে ঘিরে ফেলে। (ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৫/৫১১,৫১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর সময়ের কষ্টের কথা মৃত ব্যক্তিই জানতে পারে কিন্তু আমাদের নিজের মৃত্যুকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মৃত্যু ভয়ংকর এবং এর বিপদ অনেক বড় কিন্তু তার পরেও লোকেরা তা থেকে উদাসীন। এটার সমন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা করে না এবং এটাকেও স্মরণ করে না এবং যদি কেউ স্মরণ ও করে তবে অমনোযোগীতা সহকারে করে। কেননা, অন্তর দুনিয়াবী কামনা বাসনায় ব্যস্ত রয়েছে, তাই এই ধরণের

স্বরণের দ্বারা অন্তরের কোন উপকার হবে না নিশ্চয় উপকার ঐ পদ্ধতিতে পৌঁছবে যে মৃত্যুকে সামনে উপস্থিত জেনে স্বরণ করবে এবং এটা ব্যতীত বাকী সব কিছু অন্তর থেকে বের করে দিবে যেমন কোন ব্যক্তি একটি বিপদ জনক জঙ্গলের মধ্যে সফর করার ইচ্ছা করল অথবা সামূদ্রিক সফরের ইচ্ছা করে তখন সে শুধুমাত্র সেটির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। স্মরণের সর্ম্পক অন্তরের সাথে সরাসরি হয়ে যাবে তখন এটার প্রভাবও পড়বে এবং নিদর্শন এটা হবে যে, দুনিয়া থেকে অন্তর এই পরিমাণ ভেঙ্গে পড়বে যে, দুনিয়ার সব ধরণের খুশী অর্থহীন হয়ে যাবে।

(ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৫/১৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর বাস্তবতা জানার পর আসুন! এখন মৃত্যুকে স্বরণ করার কিছু ফযীলত শুনি। যেমনিভাবে (একবার) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শহীদদের সাথে অন্য আর কাউকে কি উঠানো হবে? তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! তাকে যে দিন-রাত ২০বার মৃত্যুকে স্মরণ করে।"

(আল মু'জামুল আউসাত, ৫/৩৮১, হাদীস- ৭৬৭৬)

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গমন এমন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে হয়ে ছিল যে মজলিশ থেকে উঁচু আওয়াজে হাসির আওয়াজ আসছিলো। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: নিজেদের মজলিসে স্বাদ সমূহ কে তিক্ততা দান কারী কেও স্মরণ করো। তারা আরজ করলেন: স্বাদ সমূহকে তিক্ততাদান কারী সেটা কি? তিনি ইরশাদ করলে: "মৃত্যু"।

(মাউসুয়াতুল ইমাম আবীদ দুনিয়া কিতার জিকরিল মাউত বাবুল মাউত ওয়াল ইস্তেদদ লাহু, ৫/৪২৩, হাদীস- ৯৫)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি দরবারে রিসালাতের মধ্যে উপস্থিত হওয়া দশম ব্যক্তি ছিলাম যে কোন

একজন আনছারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এসে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিবেকবান এবং সম্মানিত কে? ইরশাদ করলেন: "মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কারী এবং তার জন্য বেশি প্রস্তুতি গ্রহণকারী আর ঐ লোক বিবেকবান যে দুনিয়া এবং পরকালীন প্রস্তুতি সহকারে বিদায় গ্রহণ করে।"

(মাকারিমুল আখলাক লেইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! বরকতময় হাদীস সমূহের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণকারীদের কে শহীদদের সাথে উঠানোর কথা শোনানো হয়েছে এবং তাদের কে বিবেকবান ও সম্মানিত লোকদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তাই এই মর্যাদা লাভ করার জন্য আমাদের বিবেকবান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা উচিত এবং এটার প্রস্তুতির জন্য নামায রোযা নিয়মিত ভাবে আদায় করা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বেশি বেশি নেকী করার ও চেষ্টা করতে হবে। আজ আমাদের কাছে সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমল করার দিকে আমাদের অন্তর ধাবিত হয় না কাল মৃত্যুর পর দুনিয়াতে সৎ কাজ না করার কারণে আফসোস করতে হবে এবং অন্তর চাইবে যে, আমাকে কিছু সময়ের জন্য আবার দুনিয়ায় পাঠানো হোক যে সৎ কাজ করতে পারি কিন্তু ঐ সময়ে আফসোস এবং লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকবে না। তাই আজকে কালকের উপর প্রধান্য দিয়ে নেক আমল শুরু করে দিব এবং প্রতিটি মূর্হুতে নিজের মৃত্যুকে সামনে রাখবো কেননা মৃত্যুকে স্বরণ করা মৃত্যুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিরাট কাজ দেয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মৃত্যুকে স্বরণ করার অধিক ফলদায়ক পদ্ধতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেকে ভয় প্রদর্শণের জন্য এবং অন্তর কে কবর এবং পরকালের চিন্তায় লাগানোর জন্য মৃত্যুর কল্পনা করার পদ্ধতি হলো যে, কখনো কখনো একাকীত্ব অবস্থায় অন্তর কে প্রত্যেক প্রকারের দুনিয়াবী ধারণা থেকে পাক পবিত্র করে প্রথমে নিজের ঐ সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদের কে স্বরণ করবে যা মৃত্যু বরণ করেছেন। নিজের আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর মধ্যে বসবাস কারীদের মধ্যে মৃত্যু বরণ কারীদের কে একে একে স্মরণ করবে এবং কল্পনার পর কল্পনায় তাদের চেহারা সামনে আনবে এবং খেয়াল করবে যে, তারা কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে নিজ নিজ পদে এবং কাজে ব্যস্ত ছিল দীর্ঘ দীর্ঘ আশা বেধে ছিলো। দুনিয়াবী শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষৎতের কল্যাণের জন্য আশবাদী ছিল এবং এধরণের কাজের চেষ্টার ছিলেন যা সম্ভব বছরের পর বছর পূরা হয়নি দুনিয়াবী কাজ কর্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের কষ্ট এবং কঠিন অবস্থা সহ্য করে ছিলেন তারা শুধুমাত্র দুনিয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। দুনিয়াবী শান্তি তাদের কাছে প্রিয় ছিল এবং ওটার আরাম তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা এমন ভাবে জীবন যাপন করতেন যেন তাদের কে মরতে হবে না। অতএব তারা মৃত্যু থেকে উদাসীন এবং খুশীতে মশগুল এবং খেল তামাশায় মগ্ন ছিল। তাদের কাফন বাজারে এসেছিল কিন্তু তারা তা থেকে উদাসীন থেকে দুনিয়ার রঙ্গ তামাশায় মগ্ন ছিলেন আহ! তাদের ঐ উদাসীন অবস্থায় মৃত্যু হঠাৎ নিয়ে গেল এবং তাদের কে কবরে পৌঁছিয়ে দেয়া হল। তাদের মা বাবা চিন্তায় ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং তাদের স্ত্রীগণ দিশেহারা হয়ে গেছে এবং তাদের বাচ্ছারা ইয়াতিম হয়ে গেল। ভবিষৎ এর সুন্দর স্বপ্ন ধূলিষ্যাৎ হয়ে গেল। এবং আশা সমূহ মাটির সাথে মিশে গেল তাদের

কাজ অর্ধেক রয়ে গেলো এবং দুনিয়ার জন্য তাদের সমস্ত পরিশ্রম বরবাদ হয়ে গেলো আর ওয়ারিশগণ তাদের সম্পদ ভাগ করে মজা করে খাচ্ছে এবং তাদের কে ভুলে গেছে এই কল্পনার পর আপনি তাদের কবরের অবস্থা সর্ম্পকে চিন্তা করবেন যে, তাদের শরীর কিভাবে গলে ছিড়ে যাবে আহ! তাদের সুন্দর চেহার কিভাবে বিকৃত হয়ে যাবে তারা খিলখিল করে হাসত তখন তাদের মূখ থেকে ফুল ঝরত কিন্তু আহ! এখন তাদের সুন্দর দাঁত ঝরে পড়বে এবং মুখের মধ্যে পুঁজ পড়বে এবং তাদের মোটা মোটা অন্তরজয়ী চোখ গুলি খসে পড়বে এবং নষ্ট হয়ে যাবে তাদের লোম যেমন চুল ঝরে পড়ে কবরের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং তাদের চিকন উচু সুন্দর নাকে কীটপতঙ্গ ঢুকে পড়বে এবং তাদের গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত পাতলা পাতলা সুন্দর সুন্দর ঠোঁট সমূহ পোকা খেতে থাকবে এবং ঐ নিস্পাপ বাচ্চা যাদের কথায় চিন্তিত মানুষের মন খুশিতে মেতে উঠতো, মৃত্যুর পর তাদের দাঁত ঝরে যাবে। তাদের ঈষর্ণীয় সুন্দর শরীর মাটির সাথে মিশে যাবে এবং তাদের সমস্ত জোড়া আলাদা হয়ে যাবে।

এই কল্পনা করার পর চিন্তা করবেন যে, আহ! এই অবস্থা অতি সত্তর আমার ও হবে আমার উপর মৃত্যুর প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন একত্রিত হবে। মা আমার লাল! আমার লাল! বলতে থাকবে বাবা আমাকে! বেটা বেটা! বলে ডাকতে থাকবে বোনগণ! ভাই ভাই! বলে আওয়াজ দিতে থাকবে। দেখার জন্য মানুষ আসবে এবং উঠান ভর্তি হয়ে যাবে অতঃপর ঐ চিৎকার এবং হৃদয় বিদারক পরিবেশে আমার রূহ কবজ করে নেয়া হবে। কেউ আগে বেড়ে আমার চোখগুলো বন্ধ করে দিবে এবং আমার উপর কাপড় উঠিয়ে দেয়া হবে বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়

স্বজনের কারণে আওয়াজ বেড়ে যাবে অতঃপর গোসল দাতাদের কে ডাকা হবে এবং আমাকে খাটের উপর শুয়ায়ে গোসল দেয়া হবে এবং আমাকে কাফন পরানো হবে। আফসোস! আমার জানাযা ঐ ঘর থেকে বের করা হবে যেই ঘরে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি কাল পর্যন্ত যারা মিষ্ট ভাষায় আমার সাথে কথা বলেছে তারাই আজ আমার জানাযা উঠিয়ে কবর স্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অতঃপর আমাকে কবরে নিক্ষেপ করবে আমার বন্ধুগণ নিজের হাত দ্বারা মাটি নিক্ষেপ করতে থাকবে আহ! অত:পর কবরের অন্ধ কারের মধ্যে আমাকে এক ছেড়ে একের পর একা সবাই চলে আসবে আমার অন্তর খুশি করার জন্য কেউ সেখানে থাকবে না। হায়! হায়! অতঃপর কবরের মধ্যে আমার শরীর গলা শুরু হয়ে যাবে। তাকে পোকা খাওয়া শুরু করে দিবে ঐ পোকা জানে না আমার ডান চোখ আগে খাবে, না বাম চোখ আগে খাবে, আমার মুখ প্রথম খাবে, না আমার ঠোঁট। হায়! হায়! আমার শরীরের উপর কি পরিমাণ পোকা লাগতে থাকবে, নাক, কান, এবং চোখ ইত্যাদি মধ্যে ঢুকতে থাকবে। অনুরূপ ভাবে নিজের মৃত্যু এবং কবরের অবস্থা কল্পনা করবে অতঃপর মুনকার নকীর এর আগমন তাদের প্রশ্ন সমূহ এবং কবরের শাস্তি কথা মনে করবে এবং নিজের নিজের ঐ আগমনকারী বিষয়াদি সম্পর্কে ভয় দেখাবে। অনুরূপ ভাবে নেক আমল রিসালা পূরণ করার মাধ্যমে মৃত্যুর কথা কল্পনা করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله অন্তরের মধ্যে মৃত্যুর অনুভুতি সৃষ্টি হবে নেক কাজ করার এবং গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসিকতা তৈরী হবে।

(বায়ানাতে আত্তারীয়া, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চায় যে, মৃত্যুর স্বরণ আমাদের অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকুক এবং আমার সময়ে সময়ে মৃত্যুর

জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। এবং এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ সমূহ থেকে ও বেঁচে থাকি, তাহলে এর জন্য আমাদের এমন একটি পরিবেশ প্রয়োজন যে পরিবেশে আমরা গুনাহের শাস্তি এবং নেকীর পুরস্কার সমূহ সমন্ধে অবহিত করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান সময়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুগন্ধিময় দ্বীনি পরিবেশে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি ভালবাসার উৎসাহ দেয়া হয় তাই আপনি ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং মৃত্যু সম্পর্কে আরো অধিক জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন" ৫ম খন্ড থেকে "মৃত্যু এবং তার পরের বর্ণনা" তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনার ৪৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট রিসালাহ ' মৃত্যুর ধ্যান" পড়ে নিবে اَلْحَمْدُلِلّٰه অসংখ্য উপকারী জ্ঞান অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফন ও দাফন মজলিসের পরিচিতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী মানুষের মধ্যে পরকালীন চিন্তা জাগ্রত করার জন্য এবং তাদের কে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মানসিকতা দেয়ার জন্য কমপক্ষে ৮০টি বিভাগের মধ্যমে নেকী দাওয়াত সুবাস ছড়াচ্ছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো "কাফন ও দাফন মজলিস" এই মজলিসের কাজ হলো শরীয়ত এবং মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী মুসলমান মৃত ব্যক্তিকে গোসল কাফন এবং সংশ্লিষ্ট সহানুভূতি শীল সমস্ত কাজ সম্পাদন করে সাওয়াব অর্জন করা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফন ও দাফন মজলিসের অধীনে সময়ানুক্রমিক ভাবে দেশে এবং বিদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ মূলক

ইজতিমা ও পরিচালনা করা হচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফন ও দাফন মজলিশের অধীনে চেহলাম (তিনদিনের, চার নিদের, চাল্লিশা) এবং বাৎসারিক ইছালে সাওয়াবের ইজতিমার ব্যবস্থাও করা হয় এবং এই সুযোগ রিসালা বন্টনের করার ব্যবস্থাও করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফন ও দাফন মজলিশ এবং আইটি ডিপার্টমেন্টের যৌথ প্রচেষ্টায় আশিকানে রাসূলদের সহজতার জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (**Muslim's Funeral**“) নামে (কাফন ও দাফন) অ্যাপসও তৈরি করা হয়েছে। যাতে প্রাণ চলে যাওয়ার সময় গুরুত্ব পূর্ণ কাজ, মৃত ব্যক্তিকে ভালোভাবে গোসল দেয়ার পদ্ধতি, কাফন তৈরি করার পদ্ধতি, জানাযা নামাযের পদ্ধতি, কবর তৈরি করার এবং দাফন করার বিষয়ে 3D Video ভিডিও এর মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইলমে দ্বীন শিখতে আগ্রহী ইসলামী ভাইয়েরা এই অ্যাপ্লিকেশনকে প্লে স্টোর Play Store থেকে Muslim's Funeral“ নামে সার্চ Search দিয়ে Install ইনেস্টল করতে পারেন।

২২ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মৃত্যুকে সবসময় স্মরণ রাখা, আখিরাতের প্রস্তুতির মনমানসিকতা তৈরি করা এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আমাদেরকে পরকালের চিন্তা ভাবনার দাওয়াত প্রদান করে থাকেন, দ্বীনি প্রশিক্ষণের সাথে সাথে আমাদেরকে চারিত্রিক প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে “নেক আমল রিসালা” উপহার

দিয়েছেন, এতে ২২ নং নেক আমলে উল্লেখ রয়েছে যে, আপনি কি আজ আপনার ঘরের জানালা দিয়ে (বিনা প্রয়োজনে) বাইরে এমনকি অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতর উঁকি দেয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র শাবান মাস অতিবাহিত হতে চলেছে এবং ১৫ই শাবানও খুব নিকটবর্তী, ১৫ই শাবানের একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে, আসুন! শ্রবণ করি এবং রোযা রাখার মন মানসিকতা তৈরি করি।

১৫ই শায়াবানের রোযা

হযরত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **নবী করিম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন ১৫ ই শায়াবান এর রাত আসে তখন এটার মধ্যে কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত করা) করো এবং দিনের বেলায় রোজা রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে নিকট বর্তী আসমানে তাজাল্লী দিতে থাকে এবং বলতে থাকে। ক্ষমা তালাশ করার জন্য কেউ আছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। জীবিকা তালাশ করার জন্য কেউ আছে আমি তাকে জীবিকা দান করবো? কেউ বিপদ গ্রস্থ আছে আমি তাকে তা থেকে মুক্তি দান করবো? কেউ এরকম আছে? কেউ এরকম আছে? এবং সেই সময় পর্যন্ত বলতে থাকে যে, ফজর উদিত হয়।" (সুনামে ইবনে মাজাহ, ২/১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৩৮৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদাচরণের ব্যাপারে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সদাচরণের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দুটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি। (১) ইরশাদ হচ্ছে: প্রত্যেক সদাচরণই সদকা, ধনীর সাথে হোক বা ফকিরের সাথে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুত যাকাত, ৩/৩৩১, হাদীস ৪৭৫৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। (বুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস ৬১৩৮) ✯ কোরআন হাদীসে সাধারণত আত্মীয়তার সাথে এবং নিকটবর্তী আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রদ্দুল মুহতার ৯/৬৭৮) ✯ সদাচরণের ক্ষেত্রে পিতা মাতার মর্যাদা সাবার উর্ধ্বে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮) ✯ সদাচরণের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, তাদের উপহার দেয়া এবং যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে তার সেই কাজে সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠাবসা করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে নম্রতা ও দয়া প্রদর্শন করা।

(দুররে মুখতার ১/৩২৩)

✯ ঘোষণা: ✯

সদাচরণের ব্যাপারে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**